বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র নির্বাচন-২০২০

দুর্নীতিমুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানবাধিকার রক্ষা এবং ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলনে যানজট-দূষণমুক্ত, ভারসাম্যমূলক ও পরিবেশসম্মত বিশ্বমানের বাসযোগ্য এক অত্যাধুনিক ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে -

"তাবিথ আউয়ালের নির্বাচনী ইশতেহার"

আসসালামু আলাইকুম।
অফুরন্ত শুভ কামনা সকলকে।

হাজার বছরের ঐতিহ্য ধারণ করে গড়ে ওঠা এই নগরীর আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২০ উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের এই প্রিয় নগরীর একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ঢাকাকে গড়ে তোলাই হয়েছিল সুপরিকল্পিত রাজধানী নগরী হিসেবে। কিছু সময় বাদ দিলে দীর্ঘকাল জুড়ে ঢাকা এই অঞ্চলের রাজধানী হিসেবেই বহাল থেকেছে। ঐতিহ্যবাহী সেই পরিকল্পিত নগরটি কালক্রমে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও আজ কোন দশায় পৌঁছেছে তা আপনারা সকলেই জানেন। এই নগরীর পৌর প্রশাসন ও সেবাকে দ্বিখণ্ডিত করে আজ নগরবাসীর কতটা উপকার হচ্ছে তা ডেঙ্গুজ্বর, যানজটসহ নানামুখী সংকট-কবলিত নগরবাসীর অজানা নয়।

আমাদের এই অঞ্চলটির প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে দুর্যোগ ও দুর্বিপাক। সময়ের ব্যবধানে এখানে দুর্যোগ নামে, দুর্বিপাক আসে- অনেক কিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। কিন্তু বিপর্যয়ই শেষ কথা নয়। প্রতিটি দুর্যোগ শেষেই আমাদের সাহসী-সংগ্রামী মানুষেরা মিলিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। দুঃসময়ের ক্ষতচিহ্ন মুছে দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলে, সাজায়, বিন্যস্ত করে সবকিছু। আমি নতুন করে সেই স্বপ্ন সাজাবার ডাক নিয়ে আপনাদের খেদমতে/সেবায় হাজির হয়েছি। দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল অভিপ্রায়ে আমাদেরকে নতুন উদ্দীপনা ও সৃষ্টিশীল পরিকল্পনায় গড়তে হবে আগামীর পথ। আমি সেই আহ্বান নিয়ে সকলকে মিলিতভাবে উঠে দাঁড়াবার আহ্বান/আবেদন জানাচ্ছি।

এই দেশ যারা বুকের রক্তে ও অপরিসীম ত্যাগে সৃষ্টি করেছেন, আমি শুরুতেই সেই সব বীর শহীদ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। এই নগরীর পৌরসভাকে যিনি সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করেছিলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং এই নগরীর উন্নতির জন্য যারাই ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বাংলাদেশে স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আপসহীন নেত্রী, যার নেতৃত্বে এদেশে গণতন্ত্র ও আমাদের ভোটের অধিকার ফিরেছিল, সেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি তরুণ সমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রতিহিংসা ও অবিচারের শিকার হয়ে তিনি আজ অসুস্থ অবস্থায় কারাগারে অন্তরীণ। আমরা এই নগরীর আসন্ন নির্বাচনকে সেই অন্যায়ের প্রতিকার ও তাঁর মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করার একটি লক্ষ্য হিসেবেও নিয়েছি।

আমি আপনাদের কাছে আমার স্বপ্ন ও পরিকল্পনার কথাগুলো বলবার আগে আবেদন জানাচ্ছি, দয়া করে আমাকে সহযোগিতা করুন, সমর্থন করুন, আমার পাশে দাঁড়ান। আমি আপনাদের সহানুভূতি চাই। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও সেবার বিষয়ে আমি কখনো আপস করবো না। আমি কথা দিচ্ছি, নগরবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণা আমি কখনো করবো না। আমি কথা দিচ্ছি, পশ্চাদপদতা নয়, সবসময় আমার ভাবনা ও পরিকল্পনা থাকবে সম্মুখপ্রসারী ও আধুনিক।

নির্বাচন এলেই এখন সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা দেখা দেয় যে, ভোটাররা তার ভোটটি দিতে পারবেন কিনা। অথবা ভোট দিতে পারলেও ফলাফল সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের সুযোগ থাকবে কিনা। আমি কথা দিচ্ছি, অন্যদের মতো মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে নয়, বরং আপনাদের ভোটের অধিকার রক্ষার জন্য আপনাদের সাথে নিয়েই আমি লড়বো। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের ভোটে নির্বাচিত হবার সুযোগ পেলে আপনাদের মতামত নিয়ে, আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়েই আমি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবো।

সম্মানিত নগরবাসী,

এই মুহূর্তে বাস্তবতার নিরিখে সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা গেলে মেগা সিটির অনেক সমস্যা দ্রুতই সমাধান করা সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে আমার পরিকল্পনা-

নাগরিক সেবা:

- ঢাকার গর্বিত ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সম্মিলনে সবার জন্য বাসযোগ্য একটি বিশ্বমানের অত্যাধুনিক মহানগরী গড়ে তোলা হবে।
- গণশুনানির মাধ্যমে নগরবাসীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা হবে। হোল্ডিং ট্যাক্স সেক্টরকে সকল প্রকার দুর্নীতিমুক্ত করা হবে।
- কর্পোরেশনের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে জন্ম-মৃত্যু সনদ, ট্রেড-লাইসেন্স এবং অন্যান্য সব ধরনের সেবা তাৎক্ষণিক প্রদানের লক্ষ্যে দ্রুত জবাবদিহিতামূলক ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হবে।

- ঢাকা ওয়াসাসহ রাজধানীতে সেবা প্রদানকারী সব প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পয়ঃনিষ্কাশন আধুনিকায়ন, নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কারসহ ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।
- মূল সড়ক, অলিগলি, শাখা সড়ক, সড়ক দ্বীপ, খেলার মাঠ, পার্ক, নদী, খাল-বিল ও জলাশয়সহ মহানগরীর সর্বত্র সার্বক্ষণিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- রাতে নাগরিক সাধারণের চলাচল এবং জননিরাপত্তা বিধান কল্পে সড়কবাতিগুলো সচল রেখে আলোকিত ঢাকা নির্মাণ নিশ্চিত করা হবে।
- দৃষ্টিনন্দন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আধুনিক সড়কবাতি স্থাপন ও রাতের নগরীর উজ্জ্বলতা বাড়াতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- পরিচ্ছন্নতা সেবাসহ কেন্দ্রীভূত সকল নাগরিকসেবা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ড পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
- যাতায়াত, স্বাস্থ্যকর পয়ঃব্যবস্থাসহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে নগরীর বাজারগুলোকে আধুনিকায়ন করা হবে। সেই সাথে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা হবে।
- কবরস্থান ও শ্মশানের সার্বিক উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু, দুর্নীতিমুক্ত ও ব্যবহারকারীবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- জনগণের প্রয়োজনের নিরিখে অঞ্চলভিত্তিক অধিক সংখ্যক আঞ্চলিক কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- ওয়ার্ড ভিত্তিক বিদ্যমান ব্যায়ামাগারগুলোর আধুনিকায়ন করা হবে। যেসব ওয়ার্ডে ব্যায়ামাগার নেই সেখানে নতুন করে ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হবে।
- চাহিদার ভিত্তিতে প্রত্যেক ওয়ার্ডে আধুনিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (Day care center) স্থাপন করা হবে।
- নগরবাসীকে সস্তা দামে বিষমুক্ত ও ভেজালমুক্ত তাজা খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে বিশেষ বিশেষ স্থানে ‘কৃষক মার্কেট’ ও ‘নাইট মার্কেট’ স্থাপন করা হবে।
- সকল ধরনের নাগরিক সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নাগরিক বিনোদন ও জনস্বাস্থ্য :

- নগর বিনোদন এবং শহরের একঘেয়েমি পরিবেশ থেকে নাগরিকদের মুক্ত করার লক্ষ্যে রাজউকের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নগরের উপযুক্ত স্থানে 'গণপরিসর ও উন্মুক্ত স্থান' (Public and Open spaces) নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- নদী দূষণমুক্ত করা, নদীর তীর রক্ষা ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প গ্রহণ এবং নদীভিত্তিক বিনোদন কেন্দ্র, ওয়াটার ট্যুরিজম/ নৌ পর্যটন গড়ে তোলা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের অধীনস্থ শিশু পার্কসহ বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও দুর্নীতিমুক্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের অধীনে থাকা উন্মুক্ত উদ্যানগুলোর পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের যে সকল উন্মুক্ত উদ্যান, নদী ও খাল বেদখলে আছে সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দখলমুক্ত করা হবে।
- ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র পরিসরে বিনোদন কেন্দ্র (Recreation Center) স্থাপন করা হবে।
- প্রতি ওয়ার্ডে আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধাসহ একটি খেলার মাঠ ও একটি শিশু পার্ক স্থাপন করা হবে। খেলার মাঠ এবং শিশু পার্ক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্রীড়া সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা হবে। খেলাধুলার মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিএসআর উৎসাহিত করা হবে।
- ক্রিকেট, ফুটবলসহ অন্যান্য খেলার মানোন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা ও নিয়মিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে।
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে ক্রীড়া ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে 'ট্যালেন্ট হান্ট' স্কিম চালু করাসহ নতুন খেলার মাঠ গড়ে তোলা হবে।
- দেশী এবং বিদেশী পর্যটকদের জন্য উত্তর ঢাকাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে এবং এক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন:

- ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ওয়ার্ডের অলিগলির রাস্তা সংস্কার ও প্রয়োজনীয় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।
- রাস্তা পারাপারে প্রয়োজনীয় স্থানে অধিক সংখ্যক আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও সুপরিকল্পিত পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।

- প্রতিটি ফুটওভার ব্রিজে পর্যায়ক্রমে এলিভেটর/এস্কেলেটর (চলন্ত সিড়ি) স্থাপন ও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।
- নগরীতে ওয়ান স্টপ বাস সার্ভিস চালু, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক, অন্ধ, প্রতিবন্ধী, নারী, শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ সেবা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রতিটি সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টয়লেট সুবিধাসহ অত্যাধুনিক ও পরিচ্ছন্ন যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সুবিধাসহ টাউটমুক্ত, যাত্রীবান্ধব পরিচ্ছন্ন বাস টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- যেসব এলাকায় রাস্তায় ফুটপাত নেই, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সেখানে ফুটপাত নির্মাণ এবং প্রয়োজনে বিদ্যমান ফুটপাত সংস্কার, আধুনিকায়ন ও প্রশস্তকরণ করা হবে।
- রাজধানীর বাইরে এবং বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের বিশেষ করে রাত্রিকালে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, গাবতলী ও মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে কর্পোরেশনের উদ্যোগে এবং বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত ও নিরাপদ সিটি পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রশিক্ষিত নিরপেক্ষ কমিউনিটি পুলিশ গড়ে তোলা হবে।
- হকারদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
- বিদ্যমান পার্কিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক এলাকায় বহুতল পার্কিং ভবন / পার্কিং লট তৈরি করা হবে।
- বার বার রাস্তা খোড়াখুড়ি এবং রোড ডিভাইডার ভাঙ্গার ফলে বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে যে জনদুর্ভোগ ও সম্পদের ক্ষতি হয়, সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
- ফুটওভার ও ফ্লাইওভারের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- পথচারীদের জন্য বিভিন্ন স্থানে 'স্কাইওয়াক' এর প্রবর্তন করা হবে।
- মহিলাদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ বাস সার্ভিস চালু করা হবে।
- বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ওঠানামার জন্য নির্দিষ্ট 'বে' নির্মাণ করা হবে।
- বিভিন্ন এলাকা /রাস্তা নির্দেশক ওভার-হেড ডিজিটাল বোর্ড তৈরি করা হবে।
- সড়কদ্বীপের সৌন্দর্য্য বর্ধন করা হবে।
- ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ও নাগরিক সাধারণের দ্রুত যাতায়াতের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল রোড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই জন্য প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

- টঙ্গী থেকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধার্থে অত্যাধুনিক কমুটার ট্রেন সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ট্রাফিক আইন বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী গাড়ী চালকদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বিভিন্ন বাস কোম্পানীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরিবেশ বান্ধব ডাবল ডেকার বাস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ঢাকা শহরের চারিদিকে রাজউক কর্তৃক প্রস্তাবিত রিংরোড তৈরীতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- সর্বতভাবে গণপরিবহনমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নে পুলিশ, বিআরটিএ এবং ঢাকা ট্রান্সপোর্ট ও কো-অর্ডিনেশন অথরিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আবাসনঃ

- কর্মজীবী নারীদের জন্য 'নারী কর্মজীবী হোস্টেল' প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ আবাসন ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
- নগরবাসীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে রাজউক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- নগরীর নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য মানসম্মত ও স্বল্প ভাড়ায় আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- পূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সাথে সমন্বয় করে ঢাকা মহানগরীতে বহুতল আবাসন (vertical residence) নির্মাণ করে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের আবাসন নিশ্চিত করা হবে।
- নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে।
- ক্রমবর্ধমান বাড়ি ভাড়া সমস্যা নিরসনকল্পে বিদ্যমান আইনকে আরো যুগোপযোগী করা হবে এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।
- বাড়ির মালিক এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে ভাড়াজনিত বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডে একজন করে ভাড়া নিয়ন্ত্রক নিয়োগ দেয়া হবে।
- প্রতি দুই বছর অন্তর বাড়ি ভাড়া নির্ধারণে একটি কমিশন গঠন করা হবে এবং এই কমিশনের সুপারিশ সাপেক্ষে এলাকা এবং আয়তনভিত্তিক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করা হবে।

নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা:

- বিশেষ বিশেষ স্থানে মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসহ পথচারীদের জন্য অধিক সংখ্যক আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট নির্মাণ করা হবে।
- পার্ক ও ব্যায়ামাগারে অত্যাধুনিক 'প্রাইমারি হেলথ চেকআপ সেন্টার' স্থাপন করা হবে।
- প্রাতঃ ও সান্ধ্য ওয়াকারদের সুবিধার্থে পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানগুলোতে অধিকতর পরিকল্পিত, আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হবে।
- ভেজাল তথা বিষ ও ফরমালিন মুক্ত খাদ্য সামগ্রী নিশ্চিত করতে প্রতিটি বাজারে ভেজাল/ বিষ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- বিভিন্ন সম্ভাব্য জনসমাগম স্থলে 'ফুড কোর্ট' তৈরি করা হবে।
- সিটি হেলথ ডাটাবেজ গঠন ও সেবার মান নিশ্চিত করা হবে। সিটি কর্পোরেশনের মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে।
- বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসা এবং Mobile Health Care Service চালু করা হবে।
- ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ মশার সংক্রমণ থেকে নগরবাসীকে বাঁচাতে নিয়মিত মশক নিধনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- মশা নিধনের জন্য সারা বছর কীটনাশক ও লার্ভাসাইডস প্রয়োগ করা হবে।
- নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় যেন পানি জমিয়ে রাখা না হয় সে বিষয়ে নাগরিকদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাগুলোতে প্রতিনিয়ত মশার উৎস খুঁজে বের করে তা ধ্বংসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- ড্রেন, লেক এবং পানি সংরক্ষণাধার নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করা হবে।
- মশা নিধন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেয়া হবে।
- যুবসমাজকে বাঁচাতে সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধে ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাসহ কার্যকর মাদক নির্মূল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
- কোনো পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে জনবহুল এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিক কারখানাগুলো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হবে।
- অধিক সংখ্যক মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট নির্মাণ করা হবে।

- সিটি কর্পোরেশনের কমিউনিটি হাসপাতালগুলোতে নারীদের মাতৃত্বকালীন এবং ৫ বছর পর্যন্ত সব শিশুর বিনা খরচে চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে।
- নাগরিকদের জন্য পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বীমার ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- নগরবাসীর চাহিদা মোতাবেক স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক গণ শৌচাগার (Public Toilet) নির্মাণ করা হবে।
- প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে প্রতি ওয়ার্ডে ১০টি করে গণ শৌচাগার (Public Toilet) স্থাপন করা হবে। প্রধান বাস স্টপগুলোতে ৩টি করে (১টি পুরুষদের জন্য, ১টি মহিলাদের জন্য এবং ১টি প্রতিবন্ধীদের জন্য) গণ শৌচাগার (Public Toilet) স্থাপন করা হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

- বিভিন্ন স্কুল ও কমিউনিটি সেন্টারে নৈশ-শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক শতভাগ সাক্ষরতা কার্যক্রম চালু করা হবে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিনামূল্যে বিভিন্ন আইটি কোর্স চালু করা হবে।
- এলাকার উন্নয়নে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা হবে।
- স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের নিরাপদে চলাচলের জন্য অত্যাধুনিক ‘স্টুডেন্ট বাস সার্ভিস’ চালু করা হবে।
- দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ‘নগর শিক্ষাবৃত্তি’ চালু করা হবে।
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের উন্মুক্ত জ্ঞান চর্চার সুবিধার্থে ‘নলেজ সেন্টার’ গড়ে তোলা হবে।
- কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক হোস্টেল তৈরি করা হবে।
- স্বল্প শিক্ষিত ও দরিদ্র যুবকদের যানবাহন মেরামত, কম্পিউটার, প্লাম্বিং, হার্ডওয়্যার, ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি, টিভি-ফ্রিজ, মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের অধীনে থাকা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাগুলো আধুনিকায়ন ও দুর্নীতিমুক্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- বয়সভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশন বাজেটের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গবেষণা এবং গুণগত ও কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব উদ্যোগে একটি Public University প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।

পরিবেশ উন্নয়ন, বনায়ন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- ধুলাবালি দূর করার পাশাপাশি শব্দ ও বায়ুদূষণ প্রতিকারে কার্যকর আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বায়ু, শব্দ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'সোর্স কন্ট্রোল' বা উৎস নিয়ন্ত্রণে জোর দেয়া হবে।
- বাড়িতে ছাদবাগান উৎসাহিত করা হবে।
- আরবান এগ্রিকালচার বা 'নগরকৃষি' ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- বিদ্যমান পার্কগুলো এবং অব্যবহৃত জায়গায় নিমগাছ সহ পরিবেশের সাথে মানানসই সবুজায়ন করা হবে। পার্কগুলোর দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- নগরীর পশু জবাইখানগুলো হাইজেনিক ও বিশ্বমানে উন্নীত করতে আধুনিক 'স্লটার হাউজ' নির্মাণ করা হবে।
- আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 'স্যানিটারি ল্যান্ডফিল' গড়ে তোলা হবে।
- পরিচ্ছন্ন ঢাকা গড়তে রাত ১২ টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে সব আবর্জনা অপসারণ নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বিশ্বের উন্নত শহরের মত 'ডোর টু ডোর ওয়েস্ট কালেকশন' পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ করা হবে।
- ঢাকা শহরে বিদ্যমান খাল পুনঃখনন ও সংস্কার করে খালের পাশে ওয়াকওয়ে এবং বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম্পোজিট সার তৈরি এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতে বিশ্বের জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 3R (Reduce, Refuse, Reuse) কনসেপ্ট ব্যাপকভাবে চালু করা হবে এবং এ লক্ষ্যে উৎস নিয়ন্ত্রণে জোর দেয়া হবে।
- নগর উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা, বর্জ্য অপসারণ, আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবীণ নবীন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং তাদের পরামর্শমত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
- মেডিকেল বর্জ্য এবং ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হবে।
- বিভিন্ন সড়কে এবং নাগরিক সমাবেশ ঘটে এমন স্থানে (যেমনঃ বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চ টার্মিনাল, রেল স্টেশন, হাসপাতাল, বাজার, শপিং মল, যাত্রী শেড, টয়লেট ইত্যাদি) যাত্রী ও পথচারীদের নাগরিক সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক ডাস্টবিন স্থাপন করা হবে।
- সর্বজনীন স্বাস্থ্যসম্মত সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে।

- নিবিড় বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ঢাকাকে পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ঢাকায় রূপান্তর করা হবে। এক্ষেত্রে নগরের অভ্যন্তরে কোন জমি ফাঁকা পড়ে থাকলে তাতে কৃষি কাজ উৎসাহিত করা এবং কমিউনিটি লেভেলে স্বেচ্ছাসেবায় সবুজায়নের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- পরিবেশ বান্ধব দালানের জন্যে সিটি কর্পোরেশন থেকে বিশেষ সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রণোদনা (Incentive) প্রদান করা হবে।
- জলাবদ্ধতা নিরসনে ওয়াসা (WASA) এর সাথে সমন্বয় করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং ওয়াসার (WASA) আওতামুক্ত এলাকাগুলোতে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব উদ্যোগে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারঃ

- রাজধানীর উন্নয়নে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে সাইবার সেন্টার স্থাপন করা হবে যেখানে স্বল্প খরচে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের সব সেবা আধুনিকায়ন করে ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ চালু করা হবে।
- বয়স্কদের জন্য ‘সিনিয়র সিটিজেন’ সার্ভিস চালু করা হবে।
- ই-বর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক হওয়ায় বিদেশ থেকে আসা ই-বর্জ্যসহ যাবতীয় ই-বর্জ্যের সঠিক কালেকশন ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলা হবে।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পাবলিক প্লেসকে ‘ফ্রি এ্যান্ড সেফ ওয়াইফাই’ সুবিধার আওতায় আনা হবে।
- জনসচেতনতামূলক ‘কমিউনিটি রেডিও স্টেশন’ স্থাপন করা হবে।
- শিক্ষিত বেকার যুবকদের ‘ফ্রিল্যান্সিং’ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ের পথ তৈরি করা হবে।
- মহানগরীতে কয়েকটি ‘স্মার্ট স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। যারা অন্যান্য স্কুলের জন্য মডেল প্রযুক্তি প্রদর্শকের (technology demonstration) কাজ করবে।
- সিটি কর্পোরেশন ও বেসরকারি উদ্যোগে উচ্চ-ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত জটিলতা, দুর্নীতি এবং নাগরিক হয়রানি বন্ধ করার লক্ষ্যে মোবাইল অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

- সিটি কর্পোরেশেনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অবাধ তথ্য প্রবাহ (access to information) নিশ্চিত করা হবে।
- নগরীর জনসমাগম স্থলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, সামাজিক অনুষ্ঠান, শেয়ারবাজারদর সম্বলিত ওভারহেড ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে।
- Enterprise Resource Planning (ERP) নামে একটি আধুনিক সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রকার দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- সকল নাগরিকের জন্য অনুসন্ধান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Query Management System) এবং সেবার মান ট্র্যাক করার পদ্ধতি (Service Quality Tracking System) নিশ্চিত করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের সকল কাগজ পত্রে বার কোডিং পদ্ধতি (Bar Coding System) ব্যবহার করা হবে।
- সকল বাস স্টপ এবং বাস টার্মিনালগুলোতে Facial Recognition Software স্থাপন করা হবে
- নাগরিকদের তথ্য প্রদান এবং নাগরিকদের নিকট হতে অভিযোগ গ্রহণের জন্য নির্মাণাধীন স্থাপনা গুলোতে QR Codes পদ্ধতি চালু করা হবে।

সমাজসেবা কার্যক্রম:

- সব পক্ষের সাথে আলোচনা করে গার্মেন্টসসহ সব শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল ও ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।
- প্রয়োজনীয় দ্রুত সেবাদানের লক্ষ্যে 'মোবাইল মেডিকেল ইউনিট' চালু করা হবে।
- নগরের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য পুরান ঢাকা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মত ওয়ার্ড ভিত্তিক নাগরিক কমিটি গঠন করা হবে।
- অসহায় পথশিশু ও নারীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
- সব ধর্মের বিদ্যমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।
- বিদ্যমান প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র উন্নয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- বিদ্যমান মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র উন্নয়ন ও নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- বিগত কয়েক বছরে ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনায় শত শত শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছে। শত শত বিকলাঙ্গ হয়েছে। আমরা নগরীতে স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলোতে প্রত্যক্ষ জরিপ চালিয়ে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ড,

বয়লার বিস্ফোরণ, কারখানা বিল্ডিং ধ্বসসহ দুর্ঘটনার উৎসসমূহ চিহ্নিত করে কর্পোরেশন ও বেসরকারি উদ্যোগে এগুলোকে নিরাপদ ও দুর্ঘটনামুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টসহ নগরজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমন্বিত কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করে তাতে বস্তিবাসী ও বাস্তুভিটাহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসিত করা হবে।
- প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অধিক সংখ্যক 'প্রবীণ হিতৈষী' কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

জননিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতির মাধ্যমে নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- পর্যায়ক্রমে সব সড়ক, লেন ও বাইলেন সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হবে।
- পর্যায়ক্রমে সব সড়ক, লেন ও বাইলেনে LED Light স্থাপন করা হবে।
- রেল স্টেশন / বাস টার্মিনাল /লঞ্চঘাটে গভীর রাতে পৌঁছানো যাত্রীদের সুবিধার্থে রাত্রিকালীন নিরাপদ বাস সার্ভিস চালু করা হবে।
- জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক 'অপরাধপ্রবণ' জায়গাগুলো চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে 'অপরাধমুক্ত শহর' গড়ে তোলা হবে।
- ওয়ার্ড/লেন/গলিতে নৈশপ্রহরী এবং কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা হবে।
- যে কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার নাগরিককে নৈতিক ও আইনগত সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট গড়ে তোলা হবে।
- যে কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পীড়িত মানুষ বিশেষতঃ মহিলাদের জন্য ট্রমা সেন্টার স্থাপন ও মানসিক পরিচর্যার (কাউন্সিলিং) ব্যবস্থা করা হবে।
- রাজউকের সাথে সমন্বয় করে নগরীর ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিতকরণ এবং পুনঃনির্মাণ/ সংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নৈতিকতার শক্তি পুনরুদ্ধার:

- সম্প্রতি বাংলাদেশে ধর্ষণ মহামারী আকার ধারণ করেছে। তাছাড়া রয়েছে যৌতুক সমস্যা, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপসহ নানা ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতনের দৌরাত্ম। আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের ভয়াবহ ধ্বস নামার কারণেই সমাজে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গণমাধ্যম, একাডেমিক কারিক্যুলাম, সার্বিক ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা এবং ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন করা হবে।

গ্রন্থাগার ও জাদুঘর:

- সিটি কর্পোরেশনের আওতায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বিবেচনায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা, পুস্তক ও জার্নাল সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোকে সেগুলোতে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পরিচালিত জাদুঘর আরও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

নগর পরিকল্পনা ও প্রশাসন:

- পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলতে বিশ্বের বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদসহ দেশে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নগর পরিকল্পনাবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।
- নগরের সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং কার্যকর সমাধানে পরিকল্পনাবিদদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
- বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের মতামতের ভিত্তিতে ওয়ার্ডভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হবে যাতে এই বিকেন্দ্রীকরণের সুফল দ্রুত তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো যায়।
- নগর ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করে সেবার মান উন্নয়ন করা হবে।
- সমন্বিত ও কার্যকর **'নগর সরকার'** ধারণার বাস্তবায়নে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অঞ্চলভিত্তিক 'অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান' গ্রহণ করে রাজউকের মাস্টার প্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
- অধিক সংখ্যক আয়বর্ধক বাণিজ্যিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- Dhaka Transport Co-ordination Authority (DTCA) কে Metropolitan Transport Authority (MTA) তে রূপান্তরিত করা হবে।

সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি:

- পর্যাপ্ত সংখ্যক ধর্মীয় উপাসনালয় স্থাপন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে নানামুখী কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- নিয়মিতভাবে ওয়ার্ডভিত্তিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক বৈষম্য নিরসনে অর্থবহ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বস্তিবাসী এবং অনগ্রসর জনমানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- দল-মত ও জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মহানগরীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম-কর্মের অধিকার নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন। কাউকে কোন নাগরিকের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করতে দেয়া হবে না। ধর্ম যার যার, এ মহানগরী সবার।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শহর ঢাকা মহানগরীর এই ঐতিহ্য কোনরকমেই বিনষ্ট হতে দেয়া হবে না।

প্রথম ৬০ দিনের কর্মসূচি:

- নির্বাচিত হলে স্বল্প মেয়াদে প্রথম ৬০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ত্বরিৎ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

দুর্নীতিমুক্ত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন:

- দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করব ইন শা আল্লাহ।
- আমিসহ সকল কাউন্সিলর এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।
- যাবতীয় সেবাপ্রাপ্তির জন্য এবং সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে সরাসরি অবহিত করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানগরী ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে হট-লাইন চালু করা হবে। সেবাপ্রাপ্তির চাহিদা /অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাছাড়া যে কোনো নাগরিকের জন্য আমার দুয়ার এবং ব্যক্তিগত ফোন সার্বক্ষণিক খোলা থাকবে ইন শা আল্লাহ।

প্রিয় নগরবাসী,

আমি আজ এমন এক সময় আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি যখন বর্তমান আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার বিনা অপরাধে কেবলমাত্র অসৎ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হীন ষড়যন্ত্র করে আমাদের মা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রায় দু'বছর ধরে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা মামলায় নির্জন কারাগারে আটকে রেখেছে। জামিন তার হক। অথচ নিষ্ঠুর এই জালেম সরকার অতিশয় অসুস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন না দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানকে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে এক দশকের অধিককাল দেশে ফিরতে দিচ্ছে না। হাজার হাজার বিএনপি নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা মামলায় জেলে আটকে রাখা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বিএনপি নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায় জর্জরিত। গণতন্ত্র আজ নির্বাসিত। কিন্তু নির্বাচনই যেহেতু ক্ষমতা বদলের একমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থা, তাই আমাদের দল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা, বেগম জিয়ার মুক্তি এবং সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার স্বার্থে আপনারা ধানের শীষ তথা বেগম জিয়ার পক্ষে আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করবেন।

প্রিয় নগরবাসী,

আমি ঢাকার সন্তান। আপনাদেরই সন্তান। আপনাদের আপনজন। আপনাদের সুখ-দুঃখের সাথে আমার জীবন জড়িয়ে আছে। ঢাকা আমাদের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার মমতা মাখা গর্বের মহানগরী। এই ঐতিহাসিক নগরীর সন্তান হিসেবে আমার নির্বচনী প্রতিশ্রুতি হচ্ছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে বিশ্বমানের বাসযোগ্য অত্যাধুনিক ঢাকা গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে আমার নিজস্ব চিন্তা চেতনা, স্বপ্ন-ভাবনা ও প্রত্যাশার কাঠামো আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। আপনাদের সহযোগিতা পেলে তা আরও বাস্তব, প্রায়োগিক ও নাগরিকবান্ধব করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে ইন শা আল্লাহ।

আমি একান্তভাবে আশা করি যে, আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমাকে ধানের শীষ প্রতীকে আপনার মূল্যবান ভোটটি দিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিবেন।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন
আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

তাবিথ আউয়াল।